সংবাদ

তারিখ 14 JUN 2008
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

পরিবর্তন আসছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায়

ওলিয়ার রহমান

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) চতুর্থ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার আবেদনপত্র বিতরণ ও গ্রহণ এবং পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নতুন এ পদ্ধতিতে থাকবে প্রার্থীর ইনফরমেশন ফরম (সিআইএফ)। ফলে আগের মতো আবেদন ফরম অগ্রণী ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করে তা ডাকযোগে পাঠাতে হবে না। নতুন এ পদ্ধতিতে আবেদনপত্র বা প্রার্থী ইনফরমেশন ফরম অগ্রণী ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করে সেখানেই জমা দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এনটিআরসিএ সূত্র জানায়, এজন্য এনটিআরসিএ'র সচিবকে আহ্বায়ক, উপ-পরিচালক মো. সিরাজুল ইসলাম এবং উপ-পরিচালক পারভীন আক্তারকে সদস্য করে ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি অগ্রণী ব্যাংক ও ঢাকা বোর্ডের সঙ্গে সমঝোতার কাজ করছে। এছাড়া আগের মতো বিভিন্ন আসছে : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৪

আসছে : পরিবর্তন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বোর্ডের মাধ্যমে পরীক্ষা পরিচালনা না করে চতুর্থ শিক্ষক নিবন্ধনের প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রের জেলা প্রশাসককে আহ্বায়ক এবং ওই জেলার সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অথবা সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক অথবা সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষকে সদস্য সচিব করে ৫/৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ওই কমিটি চতুর্থ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবে।

এনটিআরসিএ'র চেয়ারম্যান কাজী আখতার উদ্দিন আহমেদ বলেন, প্রার্থী ইনফরমেশন ফরম (সিআইএফ) পদ্ধতি চালু হলে প্রার্থীদের সব তথ্য সংরক্ষণ করা সহজ হবে এবং কোন প্রয়োজনে যে কেউ এ তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।

তিনি জানান, এনটিআরসিএ একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে জনবল দরকার তা নেই। তবে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

তিনি আরও জানান, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) নাম পরিবর্তন করে ন্যাশনাল টিচার্স রেজিস্ট্রেশন, এক্রিডিটেশন এন্ড ট্রেনিং অথরিটি (এনটিআরএটিএ) রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এটা বাস্তবায়ন হলে এ সংস্থায় শিক্ষক নিবন্ধন ছাড়াও এক্রিডিটেশন ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র তৈরি হবে।

উল্লেখ্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মোট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগ দেয়ার দায়িত্ব পালন করে তাদের নিজ নিজ পরিচালনা পর্ষদ। এতে স্থানীয় আধিপত্য ও টাকার বিনিময়ে অযোগ্য ব্যক্তিও শিক্ষকতা পেশায় নিয়োগ লাভে সমর্থ হন। ফলে এসব অযোগ্য ও অদক্ষ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মানসম্পন্ন শিক্ষাদান করতে ব্যর্থ হন। এ অব্যবস্থাপনা প্রতিরোধের জন্য পাস হয় বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-২০০৫। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)।

শিক্ষার গুণগত মান উৎকর্ষ সাধনই এ সংস্থার লক্ষ্য। এর কার্যক্রম হিসেবে সংস্থাটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করতে আগ্রহী এমন প্রার্থীদের পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই করে নিবন্ধিত করে থাকে। একমাত্র এ নিবন্ধনধারী প্রার্থীরা বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্য আবেদনযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

ইতোমধ্যে এনটিআরসিএ ৩টি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা নিয়েছে। প্রথম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় নভেম্বর ২০০৫। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৫৯ হাজার। পাসের হার ছিল ৫৭.৩ শতাংশ। দ্বিতীয় শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় সেপ্টেম্বর ২০০৬-এ। অংশগ্রহণকারী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৯৯ হাজার ৮০৭ জন। পাসের হার ছিল ২২.৪ শতাংশ।

তৃতীয় শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় সেপ্টেম্বর ২০০৭-এ। পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৮৩ হাজার ৮৯৯ জন এবং পাসের হার ছিল ১৮.৭৮ শতাংশ।

এনটিআরসিএ সূত্রে জানা যায়, চতুর্থ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার আবেদনপত্র বিতরণ আগস্টের প্রথম সপ্তাহে শুরু হবে। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে অক্টোবরের প্রথম অথবা দ্বিতীয় সপ্তাহে।

পরীক্ষা আগের পদ্ধতিতেই অনুষ্ঠিত হবে। নম্বর থাকবে আবশ্যিক বিষয় ১০০ (বাংলা-২৫, ইংরেজি-২৫, অঙ্ক-২৫, সাধারণ জ্ঞান-২৫) এবং ঐচ্ছিক বিষয় ১০০। পাস নম্বর থাকবে ৪০।